দৈনিক খবর

070

তারিখ 30 OCT 1990
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

ইণ্ডিয়া উইন্স ফ্রীডম-এর সেই ত্রিশ পৃষ্ঠায় মওলানা আজাদ

ভারত বিভাগের প্রধান দায়ভাগ জওহরলাল নেহেরুর

নয়াদিল্লী, ২৯শে অক্টোবর (পিটিআই)।— মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'ইণ্ডিয়া উইন্স ফ্রীডম' বইয়ের সেই ৩০টি বিতর্কিত পৃষ্ঠায় বলেছেন, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমঝোতায় পৌঁছানোর যে ব্যর্থতার পরিণতিতে ভারত বিভক্ত হয়ে যায় তার 'একটি প্রধান দায়ভাগ' জওহরলাল নেহেরুর। ১৯৪৬ সালের ১০ই জুলাই নেহেরু যে বিবৃতিটি দেন তার ফলেই মুসলিম লীগ কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে পাকিস্তান কায়েমে 'ডাইরেক্ট এ্যাকশনের' ডাক দেয়। ওই বিবৃতিতে নেহেরু বলেছিলেন, নিজের ইচ্ছেমত কংগ্রেস কেবিনেট মিশন পরিকল্পনার সংশোধন অথবা পরিবর্তন করার অধিকার রাখে।

ওই ত্রিশটি পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে 'ইণ্ডিয়া টুডে' পাক্ষিক পত্রিকায় ১৫ই নভেম্বরের সংখ্যায় এ কথা বলা হয়। দিল্লী হাইকোর্ট সম্প্রতি বইটির প্রকাশক ওরিয়েন্ট লংম্যান কোম্পানীকে ওই ত্রিশটি পৃষ্ঠাসহ 'ইণ্ডিয়া উইন্স ফ্রীডম' ১২ই নভেম্বরের আগে প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত ওই পৃষ্ঠা ত্রিশটি কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে 'সীল' করা ছিল।

পৃষ্ঠা ত্রিশটিতে মওলানা আজাদ বলেন যে, 'সম্ভবতঃ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল' ছিল ১৯৪৬

শেষ পৃষ্ঠায় ১ম কলামে

খবর ৮

ভারত বিভাগের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সালে তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে কংগ্রেস সভাপতি পদে জওহরলাল নেহেরুর নাম প্রস্তাব করা। মওলানা আজাদ একথাও বলেন যে, তাঁর এই প্রস্তাবে গান্ধী 'সর্বান্তকরণে খুশী' হতে পারেননি। 'সম্ভবতঃ তিনি (গান্ধী) সর্দার প্যাটেলের পক্ষপাতী ছিলেন।'

মওলানা আজাদ বলেছেন, 'আমি সর্দার প্যাটেলের পক্ষে ছিলাম না। আমাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতভেদ ছিল, তবে আমি এ কথা স্বীকার করব যে, তিনি আমার পরে কংগ্রেসের সভাপতি হলে কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হত।' তিনি আরো বলেছেন, 'আমি এই ভুলটি না করলে গত দশ বছরের ইতিহাস ভিন্ন হত— একথা চিন্তা করে আমি নিজেকে কখনোই ক্ষমা করতে পারি না।'

ওই ত্রিশ পৃষ্ঠার একস্থানে এ প্রসঙ্গে মওলানা আজাদ বলেছেন, 'নেহেরুর যে ভুলের কারণে জিন্নাহ কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন সর্দার কখনোই সে ভুল করতেন না।' মওলানা আজাদের দৃষ্টিতে নেহেরুর মত পরিবর্তনের (ভারত বিভাগের পক্ষে) ব্যাপারে লেডি মাউন্ট ব্যাটনের ব্যক্তিত্ব অন্যতম ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছিল। গভর্নর জেনারেল হিসেবে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন। তিনিই কংগ্রেসের নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মনে ভারত বিভাগ ধারণ বীজ রোপণ করেন।

মওলানা আজাদ বলেছেন, নেহেরুর বিবৃতির পর ১৯৪৬ সালের ২৭শে জুলাই বোম্বে শহরে মুসলিম লীগের কাউন্সিল বৈঠকে কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং আমিও পাকিস্তান অর্জনে ডাইরেক্ট এ্যাকশনের সিদ্ধান্ত নেই। [illegible] মিশন পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া। দিনটি ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট শুধুমাত্র কলকাতার জন্যে নয়, গোটা ভারতের জন্যেই একটি কালো দিবস।

১৯৫৮ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মওলানা আজাদ নেহেরু মন্ত্রিসভায় ছিলেন। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, নেহেরু তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও এবং ভারতের জাতীয় জীবনে নেহেরুর অবদানের কোন তুলনা না থাকলেও আমি দুঃখের সঙ্গে এ কথা বলবো যে, ভারতের স্বার্থের হানিকর কাজ তাঁর এটাই প্রথম নয়। মওলানা আজাদ বলেছেন, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে যখন নির্বাচন হয় তখনো নেহেরু প্রায় একই ধরনের ভুল করেছিলেন।